তারিখ ...12 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬

দৈনিক খবর

15 ৯৭/

জাতীয় পর্যায়ে জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

'শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা খুবই মহৎ কাজ'

॥ তারিক -উল ইসলাম ॥

শিলাইদহ (কুষ্টিয়া), ১১ই মে।– শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক পদ সৃষ্টির প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আজ এখানে জাতীয় পর্যায়ের তিন দিনব্যাপী রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

শেষ দিনের অনুষ্ঠানমালায় ছিল দুই পর্বের আলোচনা সভা, স্মৃতিচারণ, সঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠান। সকালে 'বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চা' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক তার মূল প্রবন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলে তা হবে খুবই মহৎ কাজ। তিনি এ প্রসঙ্গে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক পদ সৃষ্টির প্রস্তাবও উত্থাপন.

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ শান্তিদেব ঘোষসহ দেশী–বিদেশী বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী আলোচনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। শান্তিদেব ঘোষ বলেন, শিলাইদহের এ অনুষ্ঠান উভয় বাংলার মানুষকেই অনুপ্রাণিত করবে।

অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী সকালের আলোচনায় বলেন, শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। কারণ এ দাবী সারাদেশের মানুষের।

ডঃ করুণাময় গোস্বামী বলেন, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এ দেশে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথকে আরো ব্যাপ্ত করতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উচিৎ একটি বৃহৎ পরিকল্পনা নেয়া।

অনুষ্ঠানের সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, রবীন্দ্রনাথের রচনার বিষয়বস্তু সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য।

সকালেই দ্বিতীয় পর্বে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'রবীন্দ্র কাব্যে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি'। ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখিত এ প্রবন্ধে বলা হয়, বাংলাদেশের গ্রামজীবনের দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর লোভ ও হৃদয়হীনতা এবং অন্য শ্রেণীর আবেগ অসহায়তা অসামান্য দক্ষতায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করেছেন।

কথাশিল্পী রাহাত খান বলেন, শিলাইদহে রবীন্দ্রচর্চার এ শুভ সূচনা সারা বাংলাদেশকে প্রভাবান্বিত করবে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক এ কে এম আমিনুল ইসলাম বলেন, রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের কথাই রয়েছে।

অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ডঃ এনামুল হকও ভাষণ দেন।

বিকেলে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভারত থেকে আসা রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ডঃ শান্তিদেব ঘোষ। স্মৃতিচারণ করেন খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী সুবিনয় রায়, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ও অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।

এদিকে শান্তিদেব ঘোষ স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান শেষে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গীত শিল্পীরা মিডিওকার ধরনের। তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কিছু বলা ঠিক হবে না। কারণ সবার গান তো আমি শুনিনি। তিনি খুব আনন্দের সাথে বলেন," শিলাইদহে আসতে পেরে আমরা খুব আনন্দিত।

তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় বাংলার রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের তুলনামূলক ভালো লাগা মন্দ লাগার কথা বলবেন কি? তিনি বলেন, এবার এখানে যেভাবে অনুষ্ঠান হচ্ছে তাতে আমি মুগ্ধ। এখানে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে দেখতে পাচ্ছি। আমার কি যে ভালো লাগছে।

সন্ধ্যার পরে খুলনা নাট্য নিকেতনের পরিবেশনায় 'শাস্তি' নাটক পরিবেশিত হয়।

গতকালের ঝড় ও বৃষ্টিতে প্যান্ডেল ছিঁড়ে গিয়েছিল। তা উপেক্ষা করে হাজার হাজার লোক সারাদিনের অনুষ্ঠান শুনতে যায়। তবে সন্ধ্যায় ছিল বেশী ভিড়। কুঠিবাড়ীর জাদুঘর ছিল খোলা। এ উপলক্ষে আয়োজিত মেলাও ছিল মুখর। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক থেকে শুরু করে আশেপাশের গ্রামবাসীদের পদচারণায় রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী হয়েছিল সাংঘাতিক প্রাণময়। তবে সন্ধ্যার আগে বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটে। তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠান প্রাণময় হয়ে ওঠে।

ঢাকা থেকে আগত কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকরা ফিরতে শুরু করেছেন। কালই হয়ত কুষ্টিয়া ফাঁকা হয়ে যাবে। আজ সন্ধ্যায় তাই বোধ হয় শোনা যায়– এ শিলাইদহে বসে লেখা রবীন্দ্রনাথের অমর গান 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইব না আর খেয়াতরী এ ঘাটে গো।'